সবার আগে শিশু

শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস '৯৫

২৯শে সেপ্টেম্বর - ৫ই অক্টোবর

The Daily Star *Special Supplement*

তারিখ ঃ ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভার্টাইজিং

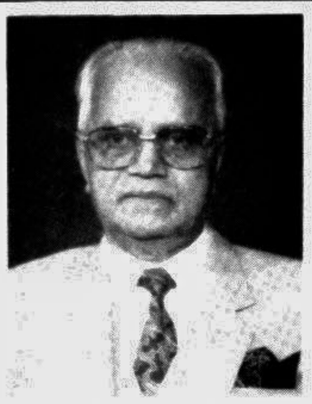

রাষ্ট্রপতির বাণী

বিশ্ব শিশু দিবস ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সকল শিশুকে জানাই আমার আন্তরিক শুভাশীষ।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাদের উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে পাঁচ কোটি শিশুকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হবে। এদের সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নিরাপত্তা বিধান এবং সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি শিশুদের জন্য আগামী দিনের সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার দৃঢ় শপথ নেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সনদে স্বাক্ষর করেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়নে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজনবোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ লক্ষ্যে ঐকান্তিকতার সাথে কাজ করে যাবেন বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

আমি সকল শিশুর সুন্দর জীবন কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস

সিরাজউদ্‌দীন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর হতে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের কল্যানে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করে। ১৯৫২ সনে আন্তর্জাতি শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন— (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইলড ওয়েলফেয়ার) জনগণের মধ্যে শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী শিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৩ সন হতে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়। ১৯৯১ সালে শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হবার পর হতে প্রতি বছর ২৯শে সেপেটম্বর হতে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

শিশুরা জন্ম থেকেই বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা ও পুষ্টিহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্বে প্রতিদিন নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৪০ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে। বছরে ৫ বছরের কম বয়স্ক ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু এবং ৫ লক্ষ গর্ভকালীন মাতার মৃত্যু হয়। ১৫ কোটি শিশু নিম্ন ওজনের এবং ২ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। প্রতিদিন ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। ১০ কোটি শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত - তার মধ্যে দুইতৃতীয়াংশ মেয়ে।

দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শিশুরা ক্ষুধা, অশিক্ষা ও রোগের শিকার। এ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শিশুদের পরিস্থিতি সংকটজনক। ১৯৯১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স্কা শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৫.১৫ শতাংশ। ১৯৯১ সনে মোট মৃত্যুর অর্ধেক ছিল শিশু। হাজার প্রতি শিশুর মৃত্যুহার ছিল ১২৫ জন। প্রতি হাজারে মাত্র ১০০ জনের কম জন্ম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীর হাতে। প্রতি বছর প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৫ বছরের কম বয়সের প্রায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু মারা যায়। তারমধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মারা যায় ডাইরিয়ায়। শতকরা ৯০ ভাগ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতিদিন ১০০ জন শিশু অন্ধ হয়ে যায়। আয়োডিনের অভাবে শতকরা ৩৮ জন শিশু বিভিন্ন রোগের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। দেশে ৬-১০ বছরের ১ কোটি ৫১ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৬৩ লক্ষ (৪২%) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এবং যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৫৭ লক্ষ (৬৫%) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। ১৯৯০ সনে দেশে ২৯ লক্ষ শিশু শ্রমিক ছিল যা শ্রমিকের শতকরা ১২ ভাগ। দেশে দরিদ্রতার কারণে অধিকাংশ শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান ও শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। ১৯৯০ সনে তীব্র দারিদ্র পীড়নে জর্জরিত ১৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষ এবং ২০০০ সালে এ সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সনের ২০শে নভেম্বর শিশু অধিকার সনদ (কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইলড) গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সনদ অনুসাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের অন্যতম। বাংলাদেশ ১৯৯০ সনের ৩রা আগস্ট শিশু অধিকার সনদ অনুস্বাক্ষর করে। ১৯৯০ সনের ২রা সেপ্টেম্বর হতে সনদের কার্যকারিতা শুরু হয়। শিশু অধিকার সনদে শিশুদের বয়স ১৮ বছর নির্ধারিত আছে। সনদে আলোচিত শিশু অধিকারের মধ্যে রয়েছে ঃ বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষা, উন্নয়ন নির্যাতন প্রতিরোধ, নিরাপত্তা প্রভৃতি।

১৯৯০ সনের ২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশুদের বিশ্ব সম্মেলনে শিশুর বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নে বিশ্ব ঘোষণা বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের ২৫শে জুন তারিখে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে গৃহীত ভিয়েনা ঘোষনা ও কর্মপরিকল্পনায় শিশু অধিকার সমূহকে মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

১৯৭২ সনের শাসনতন্ত্রের ২৮(৪) ধারায় শিশুদের উন্নয়নের জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ১৯৭৪ সনে সরকার শিশু আইন প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনে ১৬ বছরের নীচে বয়স্ক ছেলে মেয়েদের শিশু বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সনে শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৬৪টি জেলায় শিশু একাডেমীর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অপুষ্টি রোধ ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৩ সন হতে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা এস, এস, সি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুর উন্নয়নে ইউনিসেফ, বিভিন্ন শিশু সংগঠন, সেছাসেবী সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সরকার, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ (বিশেষ বিধান) ১৯৯৫ নামে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়া ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে পোষাক শিল্পে নিয়োগ করা যাবে না এ মর্মে ৪/৭/৯৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৯৯৪ সনে ৫ই ডিসেম্বর জাতীয় শিশুনীতি মন্ত্রীপরিষদ অনুমোদন করেছে। জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো- শিশুদের জন্ম ও বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষা, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, পারিবারিক পরিবেশ, আইনগত অধিকার, বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের উন্নয়ন। জাতীয় শিশু নীতিতে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের শিশু বলা হয়েছে। সরকার অংগীকার করেছে যে সকল অবস্থায় শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৫ সারের ২০শে আগস্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিশু পরিষদ গঠন করেছে। পরিষদের কার্যপরিধি ঃ (১) দেশের সকল শিশুর স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষা এবং শিশুর নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন, (২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন, (৩) শিশু অধিকার সনদের সঠিক বাস্তবায়নকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ১৯৯৫-২০০৫ শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রতি বছর সবার আগে শিশু এ অংগীকার সামনে রেখে জাতি "বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ" উদযাপন করছে। শিশু অধিকার সনদ, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বালিকা দশক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকহারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

বিশ্বের সকল শিশুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য প্রতি বছর দেশব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে দেশের সকল শিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভাশীষ।

দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু। তারাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে। ভবিষ্যতে এ দায়িত্ব তারা যাতে যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারে সে জন্য তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিশুদের কল্যাণে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শিশু বিষয়কে ইতিমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য অবৈতনিক লেখাপড়ার ব্যবস্থাসহ তাদের খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সরকানের অবকাঠামোগত সুবিধা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করার কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

শিশুদের মেধা ও প্রতিভা জাতির বড় সম্পদ। তাদের মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সরকার শিশু একাডেমীকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করেছে। আমরা আশা করি, শিশুরা এ সুবিধা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশের জন্য গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে।

শিশুদের মৌলিক অধিকার- বেঁচে থাকা এবং সাবলীলভাবে জীবন গড়ার অধিকার প্রদানে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাই এবং সকল শিশুর জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তুলি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

পৃথিবীর সব দেশেই শিশুর প্রতি আনুকুল্য দেখানো হয়। দেশ, কাল, গোত্র নির্বিশেষে শিশুর পরিচিতি অভিন্ন। শিশুরা জাতির অমূল্য সম্পদ।

শিশুদের প্রতি দায়িত্ব, ভালবাসা আর মমত্ববোধ থেকে আমরা প্রতি বছর 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালন করি।' বিশ্ব শিশু দিবস' এ সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। শিশুদের দুরবস্থা নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিশ্ব শিশু দিবস বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বিগত বছরে আমরা শিশুদের অধিকার রক্ষায় কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি তার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে কি কি পদক্ষেপ নেব তার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুযোগ নিয়ে এই দিবস ও সপ্তাহ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। আমরা এর সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হই।

আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে শিশুদের বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের স্থান উপরে। তাদেরকে ঘিরে আমরা নানা- বিধ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আশা করা যায় যে এ সব কর্মসূচী মেয়ে-শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং তাদের প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সহায়কহবে।

সকল শিশুর প্রতি আদর, যত্ন আর নিরাপত্তা বিধানে আমাদের যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে। এ সপ্তাহ পালনের প্রাক্কালে আমরা সবাই এই অংগীকার ব্যক্ত করছি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস পালনে সকলের সহায়তা কামনা করছি।।

ডঃ সা'দাত হুসাইন
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো দোসরা অক্টোবর দেশে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করার ব্যাপক উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

প্রতি বছরই আাদের মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিসব অত্যন্ত গুরুত্বসহ পালন করা হয়। বিশেষ করে শিশু বিষয়কে মন্ত্রণালয়ের নামকরণের সংগে সংশ্লিষ্ট করার পর এ দিবস ও সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশুদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশুরা এখন ঘরের কোনে বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। তারা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে নিজেদেরকে পরিচিত করে নিচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ।

শিশুদের মেধা বিকাশের সুযোগের সংগে তাদের মৌলিক অধিকার প্রদান সম্পর্কযুক্ত। তাদের খাওয়া, পরা, স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপদ বাসস্থানের সংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সবারই আন্তরিক চেষ্টা রয়েছে। এ প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্য ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু করে শিশু সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি সরকারের গুরু দায়িত্ব রয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের শিশুদের শক্তি ও মেধা বিকাশের যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগও শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকার সনদের পুরোপুরি বাস্তবায়নের সুফল আমাদের শিশুরা ভোগ করবে বলে আশা করি।

আমি শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস পালনের সাফল্য কামনা করি।

সারওয়ারী রহমান
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

বাংলাদেশের শিশু ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম

বাংলাদেশে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা আশংকাজনক। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এর কারণ। অথচ আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এইসব অধিকার বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা যে নেই তা নয়। কিন্তু এসব চিন্তা-ভাবনা বিবেচনার আগে প্রয়োজন দেশের শিশু ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজে বঞ্চিত শিশু ব্যাপক। এটা বাস্তব সত্য। বাস্তব সত্য এও যে, এদের বেঁচে থাকার জন্য অবিরত কাজে যেতে বাধ্য হতে হয়। তারা বঞ্চিত হয় তাদের বাঞ্ছিত অধিকার থেকে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় আইনের অভাব নেই। যেমন, ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ২২ নং ধারায় বলা হয়েছে ১২ বছরের নিচে কোন শিশুকে কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে না। ১৯৩৮ সালের শিশু নিয়োগ আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী শিশুদের তামাক, বিড়ি বা সিগারেট তৈরির কাজে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মোটরযান ১৯৩৯ সালের ধারানুসারে ২০ বছরের কম বয়সী কোন লোককে দিয়ে যানবাহন চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের ৬৬ নং ধারায় ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুকে কারখানায় কাজ করানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের কারখানা আইনের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে শিশু শ্রমিকদের শোষণের অপরাধে এক হাজার টাকা জরিমানা করা যেতে পারে। একই আইনের ৩৪ নং ধারায় বলা হয়েছে ১৬ বছরের বেশী বয়সী কেউ যদি শিশুদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালায় তবে তাকে ২ বছরের কারাদন্ড, এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। এরপরও আইনের অভাব নেই। এরপরও রয়েছে অনেক আইন। কিন্তু আইনের প্রয়োজন বড় কথা। এছাড়াও রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ। শিশুদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নের মধ্যদিয়েই এইসব দুরূহ পরিস্থিতির শিশুদের কল্যাণ করা যেতে পারে। শিশুদের অধিকার নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন, আলোচনা ও প্রচারণার পরে ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে এক আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশও ঐ সনদে স্বাক্ষর করে। সেদিক দিয়েও বাংলাদেশ এইসব অধিকার বঞ্চিত শিশুদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য।

কিন্তু বাংলাদেশে শিশু শ্রমের ব্যাপারে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌল দিকটিকেও এখানে প্রাধান্য দিতে হবে। তবে অবশ্যই শিশুদের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

শিশুদের বিশেষ করে এইসব দুরূহ পরিস্থিতির শিশুদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অবশ্যই ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্যই তা করতে হবে অনতিবিলম্বে।

বিশেষ দুরূহ পরিস্থিতির শিশু সম্পর্কে ব্যাপক একটি পরিকল্পনা নেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নেয়া কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, বিষয়টিক সম্পর্কে প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ।

ইতিমধ্যে এইসব শিশুদের ব্যাপারে কর্মসূচী নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে এদের বেঁচে থাকার ও জীবনের মানোন্নয়নের বিষয়টি। তাদের সন্ত্রাস, নির্যাতন, অবহেলা, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা। প্রতিবন্ধী, এতিমদের মানুষ হিসাবে বেড়ে ওঠার অধিকার প্রদান। বাংলাদেশে পিতৃহীনতাই সাধারণত এতিম করে এ বিষয়টিকেও গণ্য করতে হবে। এ ব্যাপারে যেসব সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা অবহেলিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছে তাদের সমন্বিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম গত বছর বেশ কয়েকটি কর্মশালা করে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের, মাঠ কর্মীদের, সংগঠকদের, শিক্ষকদের, আইনজীবীদের, শিশু শ্রমিক ব্যবহারকারীদের এবং সর্বোপরি পুলিশকে সচেতন করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আরো জোর দেয়া হয়েছে বর্তমান তহবিল ও কাঠামো নিয়েই এইসব শিশুদের স্বাস্থ্য, মৌলিক শিক্ষা, খাদ্য, আশ্রয়, আইনী সাহচর্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। শিশুদের ওপর নির্যাতন ও অবহেলা নিরোধী আইন আছে। এগুলোকে কার্যকর করা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন আইন তৈরিতে সহায়তা করা।

হাতে আর সময় নেই। সময় অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে। এর জন্যে প্রয়োজন রয়েছে বড় অংকের তহবিলেরও।

ফোরামের কর্মসূচীর মধ্যে আছে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে শিশুদের বিশেষ করে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, শিশুদের নিজেদেরকেও মৌলিক সুযোগ সম্বন্ধে সচেতন করা, শিশুর ওপরে অবিচার ও নির্যাতন বন্ধের জন্য সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা, তাদের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম তথা বিশেষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার পদক্ষেপ নেয়া, উপযুক্ত নীতি এবং আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ও সকল লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও প্রচার করা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, সাংবাদিক ও অন্যান্য সমাজ সচেতন ও পেশাজীবীদেরকে সক্রিয় করা এবং শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সনদকে কার্যকরী করার জন্য সরকার এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাঝে সহযোগিতার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা। বর্তমানে ৬০টি সংস্থা এই ফোরামের সদস্য।

এই সদস্যদের নিয়ে ফোরাম প্রতি বছর আয়োজন করে শিশু অধিকার সপ্তাহ। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর-এর অনুষ্ঠানমালায় থাকে শিশুদের র‍্যালী, ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংবাদিকদের সাথে শিশুদের মতবিনিময়, ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি। শিশু অধিকার সপ্তাহ '৯৫তে যুক্ত হচ্ছে আরো একটি কর্মসূচী 'শিশু মেলা'। পরীক্ষামূলকভাবে একটি বস্তিতে এবার আয়োজন করা হচ্ছে

২ এর পাতায় দেখুন

সৌজন্যে ঃ

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম